যায়যায়দিন

তারিখ 08 SEP 2008

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস আজ

আট বছরে ডাকার ঘোষণার ৬ দফার ৫টিই অর্জিত হয়নি

সোহেল হায়দার চৌধুরী

আজ ৮ সেপ্টেম্বর, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইউনেস্কোর উদ্যোগে দিবসটি পালিত হবে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু যথাযথ কর্মপরিকল্পনা ও দূরদর্শিতার অভাব, সমন্বয়হীনতা, কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে ব্যর্থতা, প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয় না হওয়া এবং সরকারের উদাসীনতার কারণে দেশে সাক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে না। ফলে 'ডাকার ঘোষণা' অনুযায়ী ছয়টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে পাঁচটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, যুবদের জন্য জীবন দক্ষতা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কার্যক্রম, বয়স্ক নিরক্ষরতার হার অর্ধেকে নামিয়ে আনা ও সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মানোন্নয়ন এখনো অর্জিত হয়নি। অথচ ২০০০ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে বাংলাদেশসহ ১৮৪ দেশ 'ডাকার ঘোষণা'য় স্বাক্ষর করে। সে থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় পৃঃ১৫ঃ১১কঃ১

আট বছরে ডাকার ঘোষণার ৬ দফার

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আট বছর গত হলেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি বাংলাদেশ। ডাকার ঘোষণায় কেবল একটি লক্ষ্যের ক্ষেত্রে সরকারের সাফল্য বলার মতো। ওই ঘোষণায় ছয়টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে একটি ছিল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ। এজন্য ২০০৫ সাল পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ অনেকাংশে সম্ভব হলেও মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। অথচ শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের কর্মকর্তারা বেশ দম্ভের সঙ্গেই যোগ দেন। প্রতিবছর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসটি বেশ ঘটা করে পালন করছে সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ। কিন্তু সাক্ষরতার হার নিয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে চরম মতভেদ।

সাক্ষরতার সংজ্ঞা ও প্রকার

দেশে সাক্ষরতা নিয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর মতে, সাক্ষরতা বলতে বোঝানো হয় পরিচিত বিষয় ও প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়বস্তু পড়তে ও লিখতে পারার দক্ষতা অর্জন এবং সমাজে কার্যকর ভূমিকা পালনে দৈনন্দিন জীবনে এ দক্ষতাগুলো ব্যবহার করতে পারার ক্ষমতা। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী সাক্ষরতা চার ভাগে ভাগ করা যায়। তাহলো অ-সাক্ষর, প্রাক-সাক্ষর, প্রারম্ভিক স্তরে সাক্ষর, উচ্চতর স্তরে সাক্ষর। অ-সাক্ষর বলতে বোঝানো হয়, বর্ণ ও শব্দ পড়তে ও লিখতে না পারা, গণনা করতে না পারা এবং এ কারণে এ দক্ষতাগুলো দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করতে না পারা। প্রাক-সাক্ষর বলতে বোঝানো হয়, কিছু শব্দ পড়তে ও লিখতে পারা, ন্যূনতম গণনার দক্ষতা অর্জন এবং দৈনন্দিন জীবনে এ দক্ষতাগুলোকে খুবই সীমিতভাবে ব্যবহার করতে পারা। প্রারম্ভিক স্তরে সাক্ষর বলতে বোঝানো হয়, পরিচিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত সহজ বাক্যগুলো পড়তে ও লিখতে পারা, পাটীগণিতের চারটি মৌলিক নিয়মে অঙ্ক কষতে পারা এবং প্রাত্যহিক জীবনের পরিচিত পরিবেশে এ দক্ষতা ও যোগ্যতাগুলো সীমিতভাবে ব্যবহার করতে পারা। উচ্চতর স্তরে সাক্ষর বলতে বোঝানো হয়, বিচিত্র বিষয়াবলী সম্পর্কিত লেখা সাবলীলভাবে পড়তে পারা, এ ধরনের বিষয়াবলী সম্পর্কে স্বচ্ছন্দে লিখতে পারা, পাটীগণিতের মৌলিক চার নিয়মে দক্ষতা লাভসহ গাণিতিক কার্যকারণ বুঝতে পারা। প্রাত্যহিক জীবনে এ দক্ষতাগুলো ব্যবহার করতে পারা এবং অধিকতর শিক্ষা গ্রহণকল্পে সামগ্রিক সাক্ষরতা দক্ষতাকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারা।

যেভাবে এলো আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনেস্কোর উদ্যোগে ১৯৪৫ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়। সেই থেকে প্রতিবছর ইউনেস্কোর উদ্যোগে দিবসটি বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে নতুন নতুন স্লোগানে। এ বছর দিবসটির স্লোগান হচ্ছে- 'লিটারেসি ইজ দি বেস্ট রেমিডি' বা 'সাক্ষরতা হচ্ছে সর্বোত্তম নিয়ামক'। গত বছর অর্থাৎ ২০০৭ সালে দিবসটির স্লোগান ছিল- 'লিটারেসি : কি টু গুড হেলথ অ্যান্ড ওয়েল বিয়িং' বা 'সুন্দর জীবনের জন্য সাক্ষরতা'। বাংলাদেশে ১৯৭৮ সালে 'ইচ ওয়ান টিচ ওয়ান' শীর্ষক একটি প্রকল্প চালু হয়েছিল। সরকারি পর্যায়ে গৃহীত সে প্রকল্প অনুযায়ী প্রত্যেক এসএসসি পরীক্ষার্থীর তার পাশের একজনকে সাক্ষর জ্ঞান করে তোলার কথা ছিল। কিন্তু প্রকল্পটি ব্যর্থ হয় এক বছরের মাথায়। পরে ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে 'সবার জন্য শিক্ষা' শীর্ষক বিশ্ব সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিত্ব করে। ১৬৪ দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতের অঙ্গীকার করে। কিন্তু ১০ বছরের ব্যবধানেও বাংলাদেশসহ বহু দেশে সে সম্মেলনের ঘোষণা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। পরে ২০০০ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে 'জমতিয়েন ঘোষণা'র পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। ডাকার সম্মেলনে অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করে ছয়টি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশ ঘোষণা দেয়, ২০০০ সালের সাক্ষরতার দ্বিগুণ লক্ষ্য অর্জন করবে ২০১৫ সালে।

সরকারের কর্মকাণ্ড ও মতভেদ

দেশে সাক্ষরতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের উদ্যোগ ও কার্যক্রম অনেকটা 'কাজীর গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নেই'-এর মতো। সরকারের কোনো কোনো বিভাগ দাবি করে, দেশে সাক্ষরতার হার ৬০ শতাংশের বেশি। কিন্তু বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০০১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এর পরিমাণ ৪৬ দশমিক ১৫ শতাংশ। অন্যদিকে বেসরকারি সংস্থা গণসাক্ষরতা অভিযানের জরিপ অনুযায়ী এর পরিমাণ ৪১ দশমিক ৪। এর আগে সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোসহ বহু এনজিও সাক্ষরতার ক্ষেত্রে কাজ করলেও বর্তমানে হাতেগোনা কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এক্ষেত্রে কাজ করছে। ১৯৯৭ সালে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এক্ষেত্রে এনজিওগুলোর কর্মকাণ্ডে বাদ সাধে। ফলে দাতা সংস্থাও আগের মতো সাক্ষরতা প্রকল্পে অর্থায়ন করছে না। এদিকে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপক গুরুত্ব থাকলেও সরকারের এক্ষেত্রে তেমন কোনো কার্যক্রম নেই। ১৯৯৫ সালে টোটাল লিটারেসি মুভমেন্ট (টিএলএম) শীর্ষক বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হলেও তা বন্ধ হয়ে যায় ২০০৫ সালে। সরকার জেলা প্রশাসকদের ওই প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্ব দিলে সৃষ্টি হয় নানা জটিলতা। এদিকে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর এক গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পরিমাণ ১৪ লাখ ২৬ হাজার ৯৮৬ জন। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এর পরিমাণ কমপক্ষে ৩২ লাখ হওয়া উচিত বলে সংশ্লিষ্ট বোদ্ধা মহলের মত। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানা যায়, বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর পরিমাণ ১ কোটি ৬২ লাখ। প্রায় ২০ লাখ শিক্ষা উপযোগী মানুষ বিদ্যালয়ে যায় না। উদ্বেগজনক বিষয় হলো, প্রতিবছর প্রায় ৪৮ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে ঝরে পড়ছে।

সংশ্লিষ্ট বোদ্ধা মহল মনে করছে, মৌলিক সাক্ষরতা কার্যক্রমে সরকারের কার্যকর উদ্যোগ ও অর্থায়নের অভাব, সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব না থাকা এবং সমন্বয়হীনতার কারণে সাক্ষরতা কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। বোদ্ধাজনরা শিক্ষাক্ষেত্রে জিডিপির পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন বলেও মনে করেন।